Purba Bardhaman Zilla Parishad
Court Compound, 713101
Phone No.: 0342-2662400 (Office)
Email: zp_bwn@yahoo.com

পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ

স্মারক সংখ্যা - পি.বি.জেড.পি./ফেরী/২৩১৭ তারিখঃ ১২-০৯-২০২৫

পূর্বস্থলী-১ নং ব্লকের নসরৎপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদের জালুইডাঙ্গা ফেরীঘাটটি ইজারা বিলির জন্য প্রকাশ্য নিলামের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদের পরিচালনাধীন নিম্নলিখিত ফেরীঘাটটি পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের কার্যালয়ে জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে ১ অক্টোবর ২০২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৮ পর্যন্ত অর্থাৎ তিন বছরের ইজারা বিলির জন্য প্রকাশ্য নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে।

ফেরীঘাটের বিবরণ ঃ	পূর্বস্থলী-১ নং ব্লকের নসরৎপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদের জালুইডাঙ্গা ফেরীঘাট
প্রকাশ্য নিলামের স্থান, তারিখ ও সময় ঃ	পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ কার্যালয়, ১৮.০৯.২০২৫ তারিখ (বৃহস্পতিবার), বেলা ১২.০০ ঘটিকা
বাৎসরিক সর্বনিম্ন ডাক অর্থ ঃ	**৪০০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা**
জামিন জমার অর্থ ঃ	**৮০০০ (আট হাজার) টাকা**

যে সমস্ত নিয়মে/শর্তবলীতে প্রকাশ্য নিলাম ডাকা হবে তা সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হ'ল ঃ

১. ফেরীঘাট ইজারা নিতে ইচ্ছুক কো অপারেটিভ সোসাইটি/পার্টনারশিপ ফার্ম/স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী (কো-অপারেটিভ সেসাইটি/পার্টনারশিপ ফার্ম বলতে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার ম্যানুয়েল ১৯৯১-এর ২৬৬ ধারা অনুযায়ী গঠিত -কো-অপারেটিভ সোসাইটি/পার্টনারশিপ ফার্ম বোঝাবে) এবং ব্যক্তি বিশেষকেও প্রকাশ্য নিলামে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। উক্ত প্রকাশ্য নিলামে উল্লিখিত সময়ে ও স্থানে সশরীরে জিলা পরিষদে উপস্থিত হতে হবে।

২. অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা সর্বনিম্ন তিন (৩) জন হতে হবে। নিলাম চলাকালীন প্রতি দফা ডাকে ১০০০ টাকার নিচে এবং ২০০০ টাকার উর্দ্ধে ডাক গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩. ইচ্ছুক ব্যক্তিগন প্রকাশ্য নিলামে অংশগ্রহণ করার পূর্বে ঘাটের অবস্থান, নদীর প্রকৃতি, উভয় দিকের রাস্তা ইত্যাদির বিষয়ে সম্যক বিবেচনা করে নিলামে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। পরে এই বিষয়ে কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হবে না।

৪. প্রকাশ থাকে যে, উপরিলিখিত পরিমান আমানত বাবদ অগ্রিম জমা অর্থ নিলামের কার্যকাল মেয়াদ পর্যন্ত রাখতে হবে। যারা আমানত বাবদ অগ্রিম জমা টাকা প্রকাশ্য নিলামের দিনে জমা করবেন কেবলমাত্র তারাই প্রকাশ্য নিলামে-এ অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। এই টাকা নগদেও জমা করতে পারবেন।

৫. পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ পরিচালনাধীন উল্লিখিত ফেরীঘাটটি ১ অক্টোবর ২০২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৮ পর্যন্ত অর্থাৎ তিন বছরের বন্দোবস্ত দেওয়া হবে। উক্ত ফেরীঘাটের জন্য সর্বোচ্চ ডাকদাতা ১ম বৎসরের জন্য ডাকের অর্থ হিসাবে ধার্য্য হবে, ১ম বৎসরের ধার্য্য ডাকের অর্থের ওপর ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করে দ্বিতীয় বৎসরের ডাকের অর্থ ধার্য্য হবে, ২য় বৎসরের ধার্য্য ডাকের অর্থের ওপর ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করে তৃতীয় বৎসরের ডাকের অর্থ ধার্য্য হবে।

৬. সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে আমানত বাবদ অগ্রিম অর্থ বাদে নিলামে সর্বোচ্চ ডাকের অর্থ প্রকাশ্য নিলামের তিন (৩) দিনের মধ্যে নগদে অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে অথবা উভয় মিলে "Purba Bardhaman Zilla Parishad Own Asset Fund"-এর নামে জমা দিতে হবে। দ্বিতীয় বৎসরের ডাকের অর্থ (বর্ধিত হারে) ১৫ই জুলাই ২০২৬ এবং তৃতীয় বৎসরের ডাকের অর্থ (বর্ধিত হারে) ১৫ই জুলাই ২০২৭-এর মধ্যে নগদে অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে Purba Bardhaman Zilla Parishad Own Asset Fund-এর নামে জমা দিতে হবে।

৭. প্রথম সর্বোচ্চ ডাকদাতা যদি ডাকের সমস্ত অর্থ নিলামের দিন হতে তিন (৩) দিনের মধ্যে মিটিয়ে দিতে না পারেন, তবে ২য় সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে ইজারা পাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। অনুরূপভাবে ২য় সর্বোচ্চ ডাকদাতাও যদি সমস্ত অর্থ মিটিয়ে দিতে না পারেন, তবে ৩য় সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে সুযোগ দেওয়া হবে। তবে যদি পাশাপাশি ডাকদাতার মধ্যে খুব বেশি টাকার পার্থক্য থাকে বা ১ম, ২য় এবং ৩য় সর্বোচ্চ ডাকদাতা সম্পূর্ণ ডাকের অর্থ মিটিয়ে দিতে অপারগ হন, তবে সেক্ষেত্রে জিলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্য নিলাম প্রক্রিয়াটি বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারবেন। সর্বোচ্চ ডাকদাতা সম্পূর্ণ অর্থ জমা না দিলে তাঁর আমানত বাবদ অগ্রিম জমা টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং ২য় ও ৩য় ডাককারীকে অনুরূপ সুযোগ দেওয়ার পর তাঁরাও নিলামের অর্থ জমা করতে অপারগ হলে তাঁদের আমানত বাবদ অগ্রিম জমার টাকা বাজেয়াপ্তের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযুক্ত হবে।

৮. অসফল ডাকদাতাগনের জামিন জমার টাকা মাননীয় সচিব মহাশয়, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ -এর বিবেচনা মত ডাক শেষ হবার পর ফেরত দেওয়া হবে।

৯. যে সমস্ত ব্যক্তি/সংস্থা পূর্বে জিলা পরিষদের শর্তানুযায়ী ঘাট ঠিকভাবে চালাতে পারেন নাই তাঁরা নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

১০. কোন কারন না দেখিয়ে প্রকাশ্য নিলাম গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে এবং সেক্ষেত্র জিলা পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হবে।

১১. সর্বোচ্চ ডাকদাতা ফেরীঘাট দখলের কার্যাদেশ পাওয়ার পর ঘাট চালাতে অস্বীকার করেন তবে তাঁর আমানত ও প্রথম বছরের জমাকৃত নিলামের অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে, কোন প্রকার প্রতারনার জন্য ভারতীয় দন্ডবিধি অনুসারে দন্ডনীয় হবেন এবং ঘাট নিলাম হলে তাতে জিলা পরিষদের যে ক্ষতি হবে তার জন্য তিনি দায়ী থাকবেন।

১২. যদি কোন ডাকদাতা নিজ নাম গোপন করে কাল্পনিক নামে প্রকাশ্য নিলামে অংশগ্রহণ করেন অথবা নোটিশের বা চুক্তিপত্রের শর্ত অথবা জিলা পরিষদের আদেশাদি পালন না করেন অথবা অন্য কোন প্রকারে জিলা পরিষদকে প্রতারিত করার চেষ্টা করেছেন বলে প্রমানিত হয় তবে তিনি আইন অনুসারে দন্ডনীয় হবেন।

১৩. যিনি/যাঁরা ইজারাদার নিযুক্ত হবেন তিনি/তাঁরা ইজারা পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে ২০.০০(কুড়ি) টাকা মাত্র Non-Judicial Stamp-এ জিলা পরিষদের নির্দিষ্ট চুক্তিপত্রে চুক্তি সম্পাদন করবেন, অন্যথায় ফেরীঘাটের দখলী পরোয়ানা দেওয়া যাবে না এবং যিনি এই পরোয়ানা না নিয়ে ফেরীঘাট দখল করবেন তিনি অনধিকার প্রবেশের জন্য দন্ডনীয় হবেন।

১৪. পূর্বতন ইজারাদারের টাকা পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদে বাকি থাকলে তিনি প্রকাশ্য নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

১৫. ফেরীঘাটটি নিলাম ডাক জিলা পরিষদের কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর দখল দেওয়া হবে। যদি ফেরীঘাট-এর নিলাম ডাক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না পায় তা হলে পুনরায় প্রকাশ্য নিলাম ডাকা হবে ও নিলাম ডাকের আইন মোতাবেক কার্যকর হবে ফেরীঘাট ইজারা বিলি জিলা পরিষদের মঞ্জুরী সাপেক্ষে।

১৬. প্রকাশ্য নিলামে অংশগ্রহণকারী সকল ডাকদাতাকে নিজ নিজ আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড-এর আসল ও প্রতিরূপ সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।

১৭. মাসুলের হার, শর্তাবলী ও বিস্তৃত নিয়মকানুন নিম্নরূপ ঃ

ক) ফেরীঘাট পারাপার করার জন্য দক্ষ মাঝি ও দাঁড়সহ উপযুক্ত নৌকা রাখতে হবে। নৌকা মেরামত, নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা, দাঁড়ী, মাঝি প্রভৃতি রাখবার ব্যয় ও দায়িত্ব ইজারাদারকে বহন করতে হবে।

খ) রাত্রীকালীন ফেরীচলাচল করতে ঘাটের দুইপাশে এবং নৌকাতেও আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

গ) নৌকাতে ওঠা এবং নামার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং যাত্রীদের বসবার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ঘ) ফেরীঘাটে পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ঙ) ইজারাদারকে ফেরীঘাটের আইন ও আইনের সমস্ত নিয়মগুলি যা বর্তমান আছে এবং ভবিষ্যতে নতুন নির্দেশিকা জারী হলে তা পালন করে ফেরীঘাট চালাতে হবে।

চ) জিলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত হারের অধিক মাসুল আদায় করা যাবে না।

ছ) ফেরীর সময়সূচী, ভাড়া, বহনক্ষমতা ইত্যাদি বিজ্ঞাপিত করতে হবে।

জ) ফেরীর বহনক্ষমতা ও পর্যাবৃত্তি অনুযায়ী টিকিট বিক্রয় করতে হবে যাতে ক্ষমতার বেশি যাত্রী পারাপার না করেন। নৌকার বহন ক্ষমতা প্রবেশদ্বারে ও নৌকার গায়ে বিজ্ঞাপিত করতে হবে।

ঝ) ফেরীঘাটে নৌকা ভেড়ার আগে ঘাটে যাত্রীদের প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না।

ঞ) প্রতিকূল আবহাওয়ায় ফেরী পারাপার বন্ধ রাখতে হবে।

ট) নৌকায় প্রয়োজনীয় প্রাণরক্ষার সরঞ্জাম অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা আলো ও সিগন্যাল রাখতে হবে।

ঠ) প্রতিটি ফেরীঘাটে অবশ্যই ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সের মধ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ডুবুরি এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মাঝি (খেয়া পারাপারের জন্য) রাখা ব্যধ্যতামূলক।

ড) পারাপারকারী যাত্রীদের অবশ্যই টিকিট দেওয়া বাধ্যতামূলক। পাঁচ (৫) বছরের নিচে শিশুদের কোন ভাড়া নেওয়া চলবে না। কিন্তু তাদের 'পাশ' দেওয়া বাধ্যতামূলক।

ঢ) পরিবহন ব্যবস্থার মতো নিয়ম করে প্রতিটি নৌকার ফিটনেশ পরীক্ষা করানো বাধ্যতামূলক এবং প্রকাশ্য নিলামের পূর্বে নৌকার ফিটনেশ সার্টিফিকেট দেখাতে হবে।

ণ) নৌকায় মাঝি সহ সমস্ত কর্মচারীর সচিত্র পরিচয়পত্র ফেরীঘাটে রাখা বাধ্যতামূলক।

ত) ২৪ ঘন্টা ফেরীঘাটে কর্মচারী বা নৈশপ্রহরী থাকা বাধ্যতামূলক।

থ) যাত্রী নামা-ওঠা এবং শিশুদের জন্য উপযুক্ত নিরাপদ ব্যবস্থা রাখতে হবে।

দ) ফেরীঘাটে প্রতিটি নৌকার ক্রমিক সংখ্যা লেখা বাধ্যতামূলক।

ধ) লীজ গ্রহীতাকে ফেরীঘাটের সংশ্লিষ্ট সরকারী অফিসের সাথে দুরাভাষে যোগাযোগের ব্যবস্থা সর্বদা রাখা বাধ্যতামূলক।

ন) স্থানীয় প্রশাসন বা জেলা প্রশাসন যে কোন সময় ফেরীঘাটের ব্যবস্থাদি সরেজমিনে তদারকি করতে পারে এ বিষয়ে ইজারাদারকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

প) ৩০.০৮.২০২৪ তারিখের পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদের অর্থ সংস্থা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভার কার্যবিবরণীর ৭.২১ নং সংকল্প অনুযায়ী জেলা পরিষদে ন্যস্ত বা পরিচালানাধীন ফেরীঘাটগুলিতে খেয়া পারাপারের জন্য নিম্নলিখিতহারে টোল বা উপশুল্ক আদায় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'য় যা নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক সংখ্যা	ব্যক্তি/ বস্তু	পরিমান	ভাড়ার পরিমান (টাকা)
১	প্রাপ্তবয়স্ক প্রতি জন (১০ কেজি মালপত্র সহ)	১	৫.০০
২	সাইকেল সহ প্রতি জন	১	৬.০০
৩	মোটর সাইকেল সহ প্রতি জন	১	১৫.০০
৪	রিক্সা/ভ্যান(খালি)	১	৭.০০
৫	রিক্সা/ভ্যান(ভর্তি)	১	২০.০০
৬	পশু যেমন- গরু/মহিষ ইত্যাদি	১	১০.০০
৭	মালবাহী পন্য (১১ কেজি থেকে ৫০ কেজি)		১৫.০০
৮	মালবাহী পন্য (৫০ কেজি থেকে ১০০ কেজি)		২০.০০
৯	ছোটো চার চাকা	১	১৫০.০০
১০	লরি/ বাস-	১	৭০০.০০
১১	খালি লরি-	১	৩০০.০০
১২	কলেজ ও স্কুলপড়ুয়া	১	২.০০
১৩	কোনো ভাড়া আদায় করা যাবে না :-		জন প্রতিনিধি, জেলা প্রশাসনের আধিকারীক, জিলা পরিষদের সমস্ত কর্মচারী (যানবাহন সহ সরকারী কাজে), সাত বছরের কমবয়সি শিশু,শারিরীক প্রতিবন্ধীএবংআপাৎকালীন যানবাহন

সচিব
পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ

স্মারক সংখ্যা - পি.বি.জেড.পি./ফেরী/২৬৯৭/২৫ তারিখঃ ১২-০৯-২০২৫

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনার্থে প্রেরিত হ'ল।

১. সভাধিপতি, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ
২. জেলা সমাহর্তা, পূর্ব বর্ধমান তথা নির্বাহী আধিকারিক, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ
৩. আরক্ষাধ্যক্ষ, পূর্ব বর্ধমান
৪. সহকারী সভাধিপতি, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ
৫. অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ
৬. জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক, পূর্ব বর্ধমান
৭. জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, পূর্ব বর্ধমান
৮-১৬ কর্মাধ্যক্ষ (সকল) পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ
১৭. মহকুমা শাসক, কালনা , পূর্ব বর্ধমান
১৮. আর্থিক নিয়ামক ও মুখ্য গণন আধিকারিক, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ
১৯. জেলা বাস্তুকার, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ
২০. উপ-সচিব, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ
২১. মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক, কালনা , পূর্ব বর্ধমান
২২. নির্বাহী আধিকারিক, ~~কালনা~~ Purbasthali I পঞ্চায়েত সমিতি, পূর্ব বর্ধমান
২৩. অতিরিক্ত উপ-সচিব, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ
২৪. প্রধান, নসরৎপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। আপনাকে বিষয়টি প্রচারের জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
২৫. জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, পূর্ব বর্ধমান
২৬. জিলা পরিষদ নোটিশ বোর্ড
২৭. জিলা পরিষদ ওয়েব সাইট

সচিব
পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ